ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উঃ→ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য, সুদূর সংহিতার যুগে ভাষা যখন তার পরিশীলিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল তখনই ব্যাকরণের আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল — বি- আ- কৃ + ল্যুট্। অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে বা ভেঙে দেখানো যায় তাই হল ব্যাকরণ। বৈদিক সাহিত্যে ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম হল ব্যাকরণ, পাণিনীয় শিক্ষায় বেদকে পুরুষ রূপে কল্পনা করে ব্যাকরণকে সেই বেদ পুরুষের মুখরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যে, বিশালতায় ও প্রাচীনত্বে সংস্কৃত ব্যাকরণ অন্যতম, ব্যাকরণ বলতে ব্যাপকভাবে শব্দশাস্ত্রকেই বোঝানো হয়, ব্যাকরণের প্রাথমিক লক্ষ্য হল — ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। তাই সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রের মাধ্যমে অনন্ত শব্দবিদ্যাকে অনায়াসে সাধ্য করা এবং সাধু শব্দের জ্ঞান প্রভৃতির জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে একটি মহতী পরম্পরা আছে। শোনা যায় মহেশ্বর সংস্কৃত ব্যাকরণের আদি প্রণেতা, মহেশ্বরের পরে ব্রহ্মা, বৃহস্পতি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়, তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রমবিকাশকে তিনটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে —

① পাণিনি পূর্ববর্তী ② পাণিনি সম্প্রদায় ও ③ পাণিনি পরবর্তী অর্থাৎ পাণিনি সম্প্রদায় ছাড়া ও আরও কিছু ব্যাকরণের বৈয়াকরণ সম্প্রদায় দেখা যায়, সেগুলি হল— চান্দ্র, জৈনেন্দ্র, শাকটায়ন ইত্যাদি,

① <u>পাণিনি পূর্ববর্তী</u> :→ যাস্ক ও পাণিনি সংস্কৃতের দুটি প্রাচীন ধারার কথা বলেছেন- প্রাচ্য এবং উদীচ্য। একসময় এই দুই ধারায় আটটি ব্যাকরণ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল — ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকটায়ন, শাকল এবং পাণিনি, ব্যাকরণের প্রাচ্য ধারার প্রথম প্রবর্তক হলেন ইন্দ্র, তার ব্যাকরণ ঐন্দ্র ব্যাকরণ নামে পরিচিত, উদীচ্য ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন শাকল্য। তিনি বৈদিক ব্যাকরণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি সাক-

Scanned by CamScanner

বেদের পদপাঠ করেছিলেন, এদিক থেকে শাকল্যের কৃতিত্ব স্মরণীয়,

(খ) <u>পানিনি সম্প্রদায়</u> :→ মানব মনীষার অন্যতম উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল পানিনি প্রণীত ব্যাকরণ। পানিনি ও তার ব্যাকরণ সম্প্রদায় চারভাগে বিভক্ত, যেমন — (ক) পানিনি ও অষ্টাধ্যায়ী, (খ) কাত্যায়ন ও বার্তিক (গ) পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য (ঘ) ভট্টোজি দীক্ষিত ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী,

(ক) <u>পানিনি ও অষ্টাধ্যায়ী</u> :→ বৈদিক পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ হল — পানিনির অষ্টাধ্যায়ী, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ, পঞ্চম শতাব্দীতে পানিনী বর্তমান ছিলেন, পানিনি মহেশ্বরের আরাধনা করে তার কাছ থেকে চৌদ্দটি মহেশ্বরের সূত্র লাভ করেন। প্রায় 4000 সূত্রে নিবদ্ধ আটটি অধ্যায়ে সংকলিত অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন, অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রবিন্যাস — সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক, তাই পন্ডিত বর্গুল বলেছে পানিনির এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে, তাই বলা যায় পৃথিবীতে যতদিন সংস্কৃত বেঁচে থাকবে ততদিন পানিনি ও তার লেখা গ্রন্থ বিরাজিত থাকবে,

(খ) <u>কাত্যায়ন ও বার্তিক</u> :→ পানিনির সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্তিক সূত্র রচনা করেছেন, জানা যায় যে, অষ্টাধ্যায়ীর 1200 সূত্রের উপর 5000 হাজারেরও বেশী বার্তিক রচনা করেন, তবে বার্তিকের কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না, ঐতিহ্য অনুসারে কাত্যায়ন ছিলেন পানিনির শিষ্য, তাই বলা হয় বার্তিক সূত্রগুলি পানিনির সূত্রের পরিপূরক,

(গ) <u>পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য</u> :→ পানিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একসাথে ত্রিমুনি বলা হয়, এই ত্রিমুনির পতঞ্জলি হলেন শেষ মুনি। পতঞ্জলি সূত্রগুলির ভাষ্য রচনা করেছেন, ভাষ্য রচনার মূল উদ্দেশ্য হল বার্তিক সমূহের দ্বারা অনুক্ত বিষয়গুলি জানানো, মহাভাষ্যের গদ্য হল সহজ সরল ও

Scanned by CamScanner

আঙ্কুল। যেসব ক্ষেত্রে কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রে অপ্রাসঙ্গিকতা দেখাতে চেয়েছেন সেইসব ক্ষেত্রে পতঞ্জলি কাত্যায়নকে নিবৃত্ত করে পাণিনিকে সমর্থন করেছেন,

(ঘ) ভট্টোজি দীক্ষিত ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী :→ সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈয়াকরন ভট্টোজি দীক্ষিত শিক্ষার্থীদের কাছে পাণিনি ব্যাকরন সহজ করার জন্য সূত্রগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজিয়ে সেগুলির সহজভাবে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত কৌমুদী রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উপর অনেক টীকা রচিত হয়েছে, তার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী ও বালমনোরমা টীকা সবচেয়ে উল্লেখের দাবী রাখে,

(৩) পাণিনি-পরবর্তী :→ পাণিনি সম্প্রদায় ছাড়া ও সংস্কৃতে আর কিছু ব্যাকরন সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল, এগুলি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মত প্রসিদ্ধ না হলে ও তাদের স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

(ক) চান্দ্র সম্প্রদায় :→ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে আচার্য চন্দ্র গোমীন এই ব্যাকরন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এতে 3100টি সূত্র আছে,

(খ) জৈনেন্দ্র ব্যাকরন :→ পঞ্চম শতকে জৈন মহাবীরের প্রচলিত জৈনেন্দ্র ব্যাকরন উল্লেখযোগ্য, একে অষ্টাধ্যায়ী ও বার্তিকের সংক্ষিপ্ত রচনা বলা যায়,

(গ) কাতন্ত্র সম্প্রদায় :→ খ্রীষ্টীয় নবম শতকে কাতন্ত্রের মহারাজার সহায়তায় 'কলাপানুশাসন' নামক ব্যাকরন গ্রন্থ রচনা করেন,

এছাড়া ও আর কিছু অপ্রধান ব্যাকরন সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় সংস্কৃত ব্যাকরন চর্চার ইতিহাসে যাদের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু এইসব ব্যাকরন গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে রচিত হলেও পঠন পাঠন ও জনপ্রিয়তার অভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

Scanned by CamScanner